[redacted]

[redacted]

গণপিটুনি: আইনের শাসনের জন্য এক বিপজ্জনক সংকেত

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বামন্দীতে টায়ার চুরির অভিযোগে এক যুবকের গণপিটুনিতে নিহত হওয়ার ঘটনা আবারও আমাদের সামনে একটি উদ্বেগজনক বাস্তবতা তুলে ধরেছে। নিহত আসাদুল আরিফের বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ থাকলেও, কোনো সভ্য ও আইনের শাসনভিত্তিক সমাজে কাউকে বিচারবহির্ভূতভাবে হত্যা করার অধিকার জনগণের নেই। অপরাধের অভিযোগ এবং অপরাধ প্রমাণিত হওয়া এক বিষয় নয়; আর বিচার করার দায়িত্ব জনগণের নয়, রাষ্ট্রের আইন ও বিচারব্যবস্থার।

সংবাদে জানা যায়, চুরির সময় স্থানীয়দের হাতে ধরা পড়ার পর ওই যুবককে বেঁধে রেখে মারধর করা হয়। পরবর্তীতে গুরুতর আহত অবস্থায় তিনি মারা যান। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা যায়, তাকে জিজ্ঞাসাবাদও করা হয়েছে। এটি কেবল একজন মানুষের মৃত্যুর ঘটনা নয়; এটি আইনের শাসনের প্রতি এক ধরনের চ্যালেঞ্জ এবং বিচারব্যবস্থার ওপর অনাস্থার বহিঃপ্রকাশ।

দেশে গণপিটুনির ঘটনা নতুন নয়। বিভিন্ন সময় চোর সন্দেহে, ছেলেধরা গুজবে কিংবা অন্যান্য অভিযোগে মানুষকে পিটিয়ে হত্যার ঘটনা ঘটেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, জনতার আবেগ, ক্ষোভ কিংবা তাৎক্ষণিক প্রতিশোধস্পৃহা আইনের সীমা অতিক্রম করে ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনে। কিন্তু এ ধরনের কর্মকাণ্ড সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে না; বরং আরও বিশৃঙ্খলা ও সহিংসতার সংস্কৃতি তৈরি করে।

যদি কেউ অপরাধ করে থাকে, তাহলে তাকে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে সোপর্দ করা উচিত। আদালত প্রমাণ ও সাক্ষ্যের ভিত্তিতে তার অপরাধ নির্ধারণ করবে এবং প্রয়োজনীয় শাস্তি দেবে। গণপিটুনি এই পুরো বিচারিক প্রক্রিয়াকে অস্বীকার করে এবং নিরপরাধ ব্যক্তিও এর শিকার হতে পারেন। অতীতে এমন বহু উদাহরণ রয়েছে, যেখানে ভুল সন্দেহের কারণে নিরীহ মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন।

গাংনী থানা পুলিশ ইতোমধ্যে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে এবং জড়িতদের শনাক্ত করার চেষ্টা করছে। এটি ইতিবাচক উদ্যোগ। তবে শুধু তদন্ত করলেই হবে না; যারা এই হত্যাকাণ্ডে অংশ নিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। একই সঙ্গে জনগণের মধ্যে আইনি

সচেতনতা বৃদ্ধি এবং গণপিটুনির বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলাও জরুরি।

একটি সভ্য রাষ্ট্রে বিচার আদালতে হয়, জনতার হাতে নয়। গাংনীর এই মর্মান্তিক ঘটনা আমাদের আবারও স্মরণ করিয়ে দেয়—আইনের শাসন দুর্বল হলে সমাজে ন্যায়বিচারের পরিবর্তে প্রতিশোধের সংস্কৃতি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। সেই সংস্কৃতি রোধ করা এখন রাষ্ট্র ও সমাজ উভয়েরই দায়িত্ব।

দামুড়হুদায় সার ব্যাবস্থাপনা আইন লঙ্ঘনে দুই প্রতিষ্ঠানের অর্থদণ্ড

দামুড়হুদায় সার ব্যাবস্থাপনা আইন লঙ্ঘনে দুই প্রতিষ্ঠানের অর্থদণ্ড প্রদান করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

গতকাল সোমবার বেলা সাড়ে ৩টার দিকে দামুড়হুদা বাজার সংলগ্ন এলাকায় সার ব্যাবস্থাপনা আইন–২০০৬ লঙ্ঘনের দায়ে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে দুইটি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ১৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়েছে। ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট শাহিন আলম।

ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে নিবন্ধন না থাকায় দামুড়হুদা বাজার সংলগ্ন মেসার্স আব্দুল ওয়াহেদ প্রতিষ্ঠানের মালিককে সার ব্যাবস্থাপনা আইন–২০০৬ অনুযায়ী ৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়। এছাড়াও দশনা পুরাতন বাজার এলাকায় অতিরিক্ত সার মজুত রাখার অপরাধে ফাতেমা ট্রেডার্স কে একই আইনে ১০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়।

অভিযানটি বিকাল সাড়ে ৩টা থেকে সাড়ে ৫টা পর্যন্ত পরিচালিত হয়। অভিযান পরিচালনা করেন, দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি)

শাহিন আলম। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, সার বাজারে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

চুয়াডাঙ্গায় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইনে ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারকে জরিমানা

চুয়াডাঙ্গায় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইনে মেয়াদ উত্তীর্ণ রিএজেন্ট ফ্রিজে সংরক্ষণ ও ব্যবহার করার কারণে ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারের স্বত্বাধিকারীদের জরিমানা করা হয়েছে। আজ বুধবার বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত চুয়াডাঙ্গার হাসপাতাল সড়কে পরিচালিত ওই তদারকির সময় জরিমানা করা হয়।

জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ মামুনুল হাসান জানান, তদারকিতে মেয়াদ উত্তীর্ণ রিএজেন্ট ফ্রিজে সংরক্ষণ ও ব্যবহার করার কারণে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৫১ ধারায় যৌথ স্বত্ত্বাধিকারী প্রতিষ্ঠান জনতা ক্লিনিক এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টারের স্বত্বাধিকারী জান্নাতুল, হাসান, ইসমাঈল, হাসনাত, শাকিল এবং ওলিকে ৩০ হাজার টাকা ও নিউ জনতা ডায়াগনস্টিক সেন্টারের স্বত্বাধিকারী মমিনুল ইসলামকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা আরোপ ও তাদের কাছ থেকে জরিমানার টাকা আদায় করা হয়। এসময় চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র হালনাগাদ করা ও মেয়াদ উত্তীর্ণ রিএজেন্ট ব্যবহার না করার নির্দেশনা দেয়া হয়।

তদারকি কাজে সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন, পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক নরেশ চন্দ্র বিশ্বাস, পৌর স্যানিটারী ইন্সপেক্টর নার্গিস জাহান, ক্যাব প্রতিনিধি রফিকুল ইসলাম ও একদল জেলা পুলিশের সদস্য। জনস্বার্থে এ অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে তিনি জানান।

মেহেরপুরে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে প্রশিক্ষণ কর্মশালা

মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এবং জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল, স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ ও স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে এক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবিবার সকালে সদর উপজেলা প্রশাসনের সম্মেলন কক্ষে এ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. খায়রুল ইসলাম। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন ও আলোচনা করেন মেহেরপুর সদর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের মেডিকেল অফিসার ডা. কামরুন নাহার।

সভাপতির বক্তব্যে মো. খায়রুল ইসলাম বলেন, আমরা সবাই মিলে মেহেরপুরকে তামাকমুক্ত করতে চাই। তামাক এমন একটি পণ্য যাতে আসক্ত হলে মানব শরীরের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রোগাক্রান্ত হতে পারে। একটি তামাকমুক্ত সমাজ গড়ে তুলতে এই প্রশিক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। অংশগ্রহণকারীরা আইন সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভের পাশাপাশি বাস্তব জীবনে এর প্রয়োগে ভূমিকা রাখবেন।

প্রশিক্ষণে আরও উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আঞ্জুমান আরা, পুলিশ পরিদর্শক আমিনুল ইসলাম, জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উপপরিচালক নাসিমা খাতুন, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মনিরুল ইসলাম, সমাজসেবা কর্মকর্তা আনিছুর রহমান, জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি তোজাম্মেল আজম, প্রেস ক্লাবের সভাপতি ফজলুল হক মন্টু, যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা আবদুল্লাহ আল মামুন, স্যানিটারি ইন্সপেক্টর তরিকুল ইসলাম, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের স্টেশন অফিসার শামিম রেজা এবং আনসার ভিডিপি প্রশিক্ষক মুস্তাফিজুর রহমান।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আমদহ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান রওশন আলী টোকন, বুড়িপোতা ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ইসমাইল হোসেন, পিরোজপুর ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ইকবাল এনামুল

কবীর, শ্যামপুর ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ইকবাল হোসেন, ছাত্র প্রতিনিধি তামিম ইসলাম, ক্যাব-এর সভাপতি রফিক-উল-আলম এবং সুবাহ সামাজিক সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মঈন-উল-আলম।

এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি আইনের কার্যকর প্রয়োগে সক্ষমতা বাড়ানোর লক্ষ্যে নানা দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়।

গাংনীর রাইপুর ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক লীগের সম্পাদক সাগর গ্রেফতার

বিশেষ ক্ষমতা আইনে পুলিশের দায়ের করা মামলার অন্যতম আসামি গাংনী উপজেলার রাইপুর ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক সাগর হোসেন (৪০) কে গ্রেফতার করেছে মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।

সাগর হোসেন গাংনী উপজেলার এলাঙ্গী গ্রামের সরোয়ার হোসেনের ছেলে।

মেহেরপুর সেনাবাহিনীর একটি টিম গোপন সংবাদের ভিত্তিত্বে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, সম্প্রতি গাংনী উপজেলার এলাঙ্গী গ্রামে আওয়ামীলীগ ও তার অঙ্গ সংগঠণের নেতাকর্মীরা জড়ো হয়ে সরকার বিরোধী গোপন মিটিং করার অপরাধে একটি মামলা হয়। সে মামলার এজাহার নামীয় আসামি সাগর হোসেন। তাকে মঙ্গলবার দুপুরের দিকে আদালতে নেওয়া হলে তাকে জেল হাজতে প্রেরণের নির্দেশ দেন বিজ্ঞ বিচারক।

[redacted]

[redacted]

গাংনীতে গাঁজাসহ মাদক কারবারী আটক

১০০ গ্রাম গাঁজাসহ সোহান হোসেন নামের এক মাদক কারবারীকে আটক করেছে বামন্দী পুলিশ ক্যাম্প।
আটক সোহান বামন্দী পশ্চিমপাড়া এলাকার ইরফান আলীর ছেলে।
সোমবার দিবাগত মধ্যরাতে তার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে গাঁজাসহ সোহানকে আটক করে পুলিশ।
গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
সোহানের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দিয়ে আজ মঙ্গলবার (১৩ জুন) দুপুরের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ৮

মেহেরপুর সদর ও মুজিবনগর থানার গত ২৪ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে নিয়মিত ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ৮ আসামি গ্রেফতার হয়েছে। বুধবার সকাল থেকে আজ বৃহস্পতিবার (১১ মে) ভোররাত পর্যন্ত দুটি উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পুলিশের পৃথক অভিযানে এসব আসামি গ্রেফতার হয়।
মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম ও মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেলের নেতৃত্বে পুলিশের একাধিক টিম অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার হয়।
গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে মুজিবনগর থানা পুলিশ নিয়মিত মামলায় ২ ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত সিআর মামলার ১জন, সদর থানা পুলিশের অভিযানে নিয়মিত মামলায় ২ জন, আদালতের পরোয়ানাভূক্ত সিআর মামলায় ১ ও জিআর মামলায় ২ জন গ্রেফতার হয়েছে।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম ও মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেল এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
গ্রেফতারকৃত আসামিদের আজ বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছ্
◌ে

মেহেরপুরে কলাগাছ কেটে তসরুপ

ঘাসের জমির সীমানায় (আইল) লাগানো কলার গাছ কেটে তসরুপ করেছে দূর্বৃত্তরা।
মেহেরপুর সদর উপজেলার চকশ্যামনগর গ্রামের বটতলার মাঠে রবিবার (২১ আগষ্ট) দিবাগত রাতের কোনো এক সময় কলা গাছ কাটার এ ঘটনা ঘটে। শ্যামনগর গ্রামের ভুক্তভোগী কৃষক সিরাজুল ইসলাম জানান, আমার ঘাসের জমির আইলে লাগানো বেশকিছু কলাগাছ রাতের আধারে দূর্বৃত্তরা কেটে তসরুপ করেছে। এঘটনায় আইনের আশ্রয় নেবেন বলে জানান তিনি।